Registered No. 713.

অমৃতবাজারপত্রিকা

৫ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ২৫শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৫২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রস লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসু /০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

—::—

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মূল্যে [৸৶] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাসুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

———

যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা।

'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' (সেতারা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ) প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর হলওএলস লেন, ২নং প্রাকৃত যন্ত্রে এবং পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী শ্রীযুক্তবাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৫ পাঁচটাকা, মফস্বলে ডাক মাসুল সমেত ৫।০ পাঁচ টাকা।

শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গসঙ্গীতবিদ্যালয়ের অবৈতনিক
সহকারী সম্পাদক।

———

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

—॰—

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা; প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা॥ গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্ট্যাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা আধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

———

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেকে পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গম্ভীরপীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতুঅতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

———

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুব ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মুল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ॥৵০ আনা*

———

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্টাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠান।

———

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ॥৵০ আনা *

———

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১।০ টাকা। ডাক মাসুল পত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

———

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।০ আনা॥

ঐতিহাসিক নবন্যাস।

উপরের লিখিত ইতিহাস মূলক নবন্যাস গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

———

বিজ্ঞাপন।

ঋষিচরিত নাটকের দশ আনা মূল্য স্থির করা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফর্ম্মা বৃদ্ধি হওয়াতে ৸০ বারো আনা হইল। গ্রাহক মহাশয়েরা মূল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। মফস্বলে ৵০ আনা ডাক মাশুল আছে।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু।
কলিকাতা, শোভাবাজার রাজবাটী।

———

* ডাকমাশুল, প্যাকিং ইত্যাদি।৵০ আনায় সংকুলান হয় না বলিয়া ॥৵০ আনা করা গেল।

শুভ সংবাদ।

গবর্ণর জেনেরল মিউনিসিপ্যাল বিল পাশ করেন নাই। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের জীবন কালের মধ্যে এক গবর্ণমেণ্ট একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন, আর অপর গবর্ণমেণ্ট তাহা রদ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ ভারি বিরল। একবার গ্রে সাহেব লর্ড লরেন্সের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। আর এই একবার হইল। মিউনিসিপাল বিলটি ক্যাম্বেল সাহেবের ভারি প্রিয় জিনিস। তিনি ইহার নিমিত্ত কত যত্ন যে করিয়াছেন তাহা আমরা চিন্তা করিয়া শেষ করিতে পারি না। তিনি ইহার নিমিত্ত হয়ত কত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছেন, কত দিন অনাহারে কাটাইয়াছেন, কত রাত্রে মিউনিসিপাল বিল পাশ হইয়াছে বলিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছেন, এখন সেই যত্নের ধনটি রদ হইল। ইতিপূর্ব্বে একবার জনরব উঠে যে, গবর্ণর জেনেরল এই আইনটি বিধিবদ্ধ করিতে মত দেন নাই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জনরব উঠে যে, ক্যাম্বেল সাহেব সেই মনস্তাপে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল বিলটি তাঁহার এইরূপ সকের জিনিস। তাঁহার বিপক্ষে গবর্ণর জেনেরলের মত প্রকাশ করা এদেশের পক্ষে একটি অদ্ভুত বিষয়। যাহাহউক, আমরা লর্ড নর্থব্রুকের এই সদ্বিচারে কৃতকৃতার্থ হইলাম। তিনি দীর্ঘজীবী হউন, এবং জগদীশ্বর তাঁহাকে সুখে এবং সচ্ছন্দে রাখুন্। এই আইনটি ক্যাম্বেল সাহেব যদি নিজে রদ করিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও সন্তুষ্ট হইতাম। এরূপ হইলে আমাদের একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় হইত। আমরা তাহা হইলে ক্যাম্বেল সাহেবের উপর নির্ভর করিতে পারিতাম। সে যাহাহউক ক্যাম্বেল সাহেব আমাদিগকে যেরূপ ত্যক্ত করিতেছেন তাহাতে তাঁহার এই পরাভব দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু হিন্দুজাতির তত নীচপ্রবৃত্তি নয়, তাহারা বিপক্ষের পরাভবে আনন্দিত না হইয়া, তাহাকে বরং সকরুণদৃষ্টে দেখিয়া থাকেন।

লর্ড নর্থব্রুক যদি এই আইন রদ না করিয়া নূতন ফৌজদারি আইনটি রদ করিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে আরো আনন্দিত করিতেন। তবে এ বিষয়ে আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। এ দোষ আমাদের সম্পূর্ণ। আমরা মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া যেরূপ হুলস্থূল করি, এবিষয়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে একমত হইয়া যেরূপ প্রতিবাদ করে, ফৌজদারি আইন বিষয়ে আমরা তাহার কিছুই করি না। আইন জারি হইলে তাহার পর অনেকে ইহা জানিতে পারেন। তখন জানা না জানা সমান কথা, তবু লর্ড নর্থব্রুক উহা কয়েক মাসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

আমাদের বর্ত্তমান জয় দেখিয়া সম্ভবত আমাদের দেশীয় লোকের মনে একটু উৎসাহ ও সাহস হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক আমাদিগের এই একটী জয় লাভ করিয়া দিলেন। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন আমাদের দেশের লোকের একটু সাহস ও উৎসাহ হয়। জগদীশ্বর বুঝি সেইটি এতদিন পরে সিদ্ধ করিলেন। যে স্থানে যখন মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদ করিতে সভার সংস্থাপন হয়, তখন অনেকের মনে বিশ্বাস ছিল যে, উহার দ্বারা কোন ফল দর্শিবে না। বোধ হয় এখন তাঁহাদের সে ভ্রম গিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন, ইংলিশগবর্ণমেণ্ট কখন যাহার ন্যায় স্বেচ্ছাচারি গবর্ণমেণ্ট আর নাই সেখানেও প্রজার ক্ষমতা আছে, এবং আমরা যদি বলিতে জানি তবে গবর্ণমেণ্ট আমাদের অনেক কথা শুনেন। যাহাহউক আমরা কৃষ্ণনগর, ঢাকা, যশোহর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান বহরমপুর, হুগলী রাণাঘাট, কুমারখালী, রঙ্গরামপুর প্রভৃতি সভার উৎসাহ ও যত্নের কথা কখনই বিস্মৃত হইব না। যতদিন লর্ড নর্থব্রুকের এই কীর্ত্তিটী স্থায়ী থাকিবে, তত দিন আমরা তাঁহাদের কথা বিস্মৃত হইব না। রাণাঘাটের সভাপতি বলেন যে লর্ড নর্থব্রুক যদি আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য না করেন, তবে আমরা বিলাতে যাইব, কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগকে সে কষ্ট দিলেন না। এখন বোধ হয় আমরা আবার যখন বলিব যে আমরা যত্ন করিলে সকলই করিতে পারি, আমরা ভারতবর্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সংস্থাপন করিতে পারি, সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে পারি, আয় ব্যয় নিজ হাতে লইতে পারি তাহা হইলে বোধ হয় দেশীয় লোকে হাসিবেন না। আমরা এখন যেরূপ এক লর্ড নর্থব্রুক পাইয়াছি, ইংলণ্ডে এইরূপ সহস্র২ লর্ড নর্থব্রুক আছেন। যাঁহারা প্রকৃত ভারতবর্ষের মঙ্গল চান এবং আমাদের দুঃখে কাতর হন। মিউনিসিপ্যাল আইনের বিপক্ষে আমরা যত যত্নই করি, রাজা জতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্র বীরের ন্যায় প্রতিবাদন করিলে কি হইত বলা যায় না।

জাতীয় মেলা।

ফাল্গুন মাসের ৫ই তারিখে জাতীয় মেলার সমাবেশন হইবে। একদিন ছিল, যখন প্রত্যেক কৃতবিদ্য কিসে হিন্দু সমাজ উচ্ছিন্ন যাইবে তাহারই যত্ন করিতেন। স্রোতের গতি ফিরিয়াছে এখন হিন্দু সমাজ কিসে রক্ষা পায়, তাহার প্রতি অনেকে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন। বাবু রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব যখন পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গের কতযে উৎসাহ হয়, তাহা বলা যায় না। গত বৎসর আমরা শুনিলাম যে অনেক ব্রাহ্ম হিন্দু সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক সুপণ্ডিত লোক পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুর আচার ব্যবহারে আর দোষ দেখেন না, প্রত্যুত অনেকগুলি ক্রিয়া কলাপের এখন একরূপ সমর্থন করেন। বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি শুদ্ধ হিন্দু সমাজকে পুনঃ সজীব করিবার নিমিত্ত তাহার কন্যার ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দেন। সমাজের গতি এইরূপ ফিরিয়াছে। সুতরাং জাতীয় মেলার অনুষ্ঠানটী নিতান্ত অসময়ে আরম্ভ হয় নাই। আজ কয়েক বৎসর হইল মেলা হইতেছে ভাল হউক আর মন্দ হউক মেলাটী নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়, এবং উহাতে অনেকগুলি লোক উপস্থিত হন। ইহাতেও আমরা আশা করিতে পারি যে, এ অনুষ্ঠানটী সময় মত আরম্ভ করা হইয়াছে। নানা কারণে হিন্দু সমাজের বলক্ষয় হইয়াছে, উহাকে পুনঃ সবল করা কঠিন কাজ। হিন্দু সমাজ ভিন্নদেশীয় রাজার অধীনে অবস্থিত, এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, এখানে সমাজ ভঙ্গ করিতে যত সহজ, জোড়া দেওয়া তত সহজ নহে। সুতরাং জাতীয় মেলার উদ্দেশ্য যদি হিন্দু সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করা হয়, তবে তাহা হইবার অনেক বিলম্ব আছে এবং অনেক বিলম্বে হয় কি না তাহাও আমরা সন্দেহ করি।

মেলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা হিন্দু সমাজকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিতে আপাতত না পারুন্ যাহাতে উহা পুনর্জ্জীবিত হয় তাঁহাদের এরূপ বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের এখন প্রধান অভাব শারীরিক শক্তি ও উদ্যম। শারীরিক শক্তির উন্নতি যাহাতে হয়, তাহার যত্ন অনেক দিন অবধি ইঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। হিন্দুজাতি চিরকাল পরমার্থিক বিষয়ের নিমিত্ত দিন অতিপাত করিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধের প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা শত্রু পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতেন, শত্রুকে মন্ত্রপুত করিয়া পরাভব করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বে সাহস ও যুদ্ধ কৌশলে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শত্রুর প্রতি কখনই নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই। তাঁহাদের শারীরিক শক্তিতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিসকলের কখনই পরাভব করিতে পারে নাই। যখন সত্যযুগ ছিল, মনুষ্য পরদ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা পাপ বিবেচনা করিত, তখন বটে এই দেব ভাব দেখিয়া আমরা পরপুলোকিত হইতাম, কিন্তু আমরা এখন সত্যযুগে বাস করি না, সুতরাং শারীরিক শক্তি এখনকার পক্ষে পরম প্রার্থনীয়। মেলা কর্ত্তৃক এইটী যদি হইতে পারে তবে একটী বিশেষ মঙ্গল হইবে। রাজা নবগোপাল মিত্র কলিকাতায় অনেকগুলি ব্যায়াম চর্চ্চার নিমিত্ত স্কুল খুলিয়াছেন এবং তাঁহার এই মিত্র যত্ন যে, ইহার কিসে শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্য হওনের পক্ষে অনেকগুলি বিঘ্ন

রহিয়াছে। যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রতিহত-প্রভাবে রক্তারক্তি করিতে পারিতাম, দেশের মধ্যে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দলে দলে চোর ডাকাইত বেড়াইত, আর যদি নীলকুটিয়াল ও জমিদারে বিবাদ হইতে পারিত, তাহা হইলে এতদিন হয়ত গ্রামে গ্রামে এইরূপ স্কুল বসিত। ইংরাজ শাসনে, ইউরোপীয় সুসভ্যতায় আমাদের পূর্ব্বে যে নৃশংস ভাবটি ছিল তাহার অপনয় হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা মঙ্গল হইয়াছে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বিধাতা জানেন। ক্যাম্বেল সাহেব আর যত অনিষ্টই করুন, তিনি আমাদিগকে শারিরিক ব্যায়াম চর্চ্চা শিক্ষার উৎসাহ দিয়া বিশেষ উপকার করিতেছেন।

উদ্যম যে আমাদের সমাজে নাই এখন হইবে, তাহা আমরা আশাও করি না। এদেশের লোকের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি নাই, কোন সাধারণ উৎসব নাই, পূর্ব্বে সমাজ ও সামাজিকতা লইয়া যে গোল যোগ ছিল তাহাও নাই। নির্ধন হওয়ায় মকর্দ্দমার উৎসাহ কমিয়াছে, আমরা অভক্তি জ্ঞানী হওয়ায় বিবাহ শ্রাদ্ধের যে উৎসাহ ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে, থাকিবার মধ্যে এটি কেবল হিন্দু পর্ব্বের কিছু কিছু উদ্যম আছে তাহাও বুঝি যায়।

আর একটী শুভ সম্বাদ।

যখন লর্ড মেয়োর সময় ষ্টেটস্কলার্শিপটি উঠিয়া যায়, তখন আমরা পার্লিয়ামেণ্টে উহার প্রতিবাদ করি। পার্লিয়ামেণ্ট ব্যবস্থা করেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিবেন যাহাতে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা না দিয়া এদেশীয়গণ সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে পারেন। লর্ড মেওর রাজ্যকালীন এই নিয়ম হয়, কিন্তু তিনি ইহার কিছু করিয়া যান না। আমরা পাওনিয়ার পাঠে অবগত হইলাম যে লর্ড নর্থব্রুক এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে নিয়মাবলি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক যদি অনুগ্রহ করিয়া এদেশীয়দিগকে ক্রম গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সুদ্ধ আমাদের দেশের নয় ইংলিশ গবর্ণমেণ্টেরও বিস্তর উপকার হইবে। তাহা হইলে দেশীয়দিগের মধ্যে যদি ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বৈরক্তিভাব উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে তাহা অন্তর্হিত হইবে, দেশ হইতে অনেক অর্থ বিদেশে যাইবে, অথচ অপব্যয় হইবে না, এবং এইরূপ সহস্র সহস্র মঙ্গল হইবে।

ইংরাজদিগের কীর্ত্তি।

ইংরাজেরা আবেসিনীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সোণার রাজ্য ছার খার করিয়া আইসেন। আবিসিনিয়ার রাজা থিওডোর অতি সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক রাজ্য সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে সেখানে যে সমুদায় আত্মকলহ বিবাদ বিসম্বাদ ছিল তাহা সমুদায় দূর করিয়া সমুদয় রাজ্যে তিনি শান্তি সংস্থাপন করেন। দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ের আবির্ভাব হয়। সকলেই সুখে সচ্ছন্দে ছিল এমন সময় ইংরাজেরা সেখানে গিয়া সমুদয় উচ্ছিন্ন দিয়া আইসেন। আবেসিনিয়া ইংরাজের। গ্রহণ করিলেন না, সেখানে যে অনিষ্ট করিলেন তাহার কিছু মাত্র ক্ষতি পূরণ করিলেন না, যে অর্থ ব্যয় পড়িল তাহার কথক আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হইল, এবং যুদ্ধাগ্রগণ্য ইংরাজ জাতির বীরত্ব প্রকাশ পাইল। আবার লুসাই যুদ্ধে ইংরাজেরা আর এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। এই যুদ্ধটী করা কর্ত্তব্য ছিল কিনা সে বিষয় লইয়া তর্ক করার সময় গিয়াছে, কিন্তু সেখানে যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজ জাতিকে চির কলঙ্কিত করিবে। আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত কাগজ পত্রে দেখিতেছি যে সৈন্য গণের নিষ্ঠুরাচরণে শত শত গ্রাম উচ্ছিন্ন গিয়াছে, শত শত গৃহ সমভূম হইয়াছে। খলেল নামক এক খানি গ্রামে এক সহস্র লোকের বসতি ছিল, সেখানে এক শত লোকের অধিক এখন আর নাই, সমুদায় নিপাত হইয়াছে। কোথায় মৃত দেহ রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের সমাধি ক্রিয়াও হয় নাই। অনেক গ্রামে এখন অন্নাভাবে লোক মরিতেছে। ঢাকার কমিসনার তাহাদের দুরাবস্থার কথা শুনিয়া সেখানে ২০ হাজার মন ধান্য পাঠাইবার অনুমতি করিয়াছেন। লুসাইরা বন্য পশুর সমান এবং তাহাদের সঙ্গে ইংরাজের ন্যায় উন্নত জাতির যুদ্ধ করা গ্লানির বিষয়। তাহার উপর আবার এই রূপ নিষ্ঠুরাচরণ। আবার ইংরাজেরা যে গ্রামে যখন প্রবেশ করিয়াছেন, তখন হয় তাহারা শরণাগত হইয়াছে, নয় দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করা কি রূপ নিষ্ঠুরতার কাজ। কেবল ইহাও নয়, যাহারা ইংরাজ দিগের মিত্র, তাদের উপরও নিষ্ঠুরাচরণ করা হইয়াছে। ইংরাজেরা এই রূপ কার্য্য করিয়া আমাদের ন্যায় পদানত জাতির নিকটই যেন লজ্জিত না হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিস্থ জাতিরা তাঁহাদের বিষয় কি মনে করিবেন। তাঁহারা আমেরিকান, ফারাসিস, প্রশিয়ান ও রুসিয়ান দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যদি পরাজিত হন তবু তাহাতে যশ আছে, কিন্তু কাছাড় বাসী বন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহস্র বার জয় লাভ করিলেও জন সমাজে আদরনীয় হইতে পারেন না।

অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা কি যুদ্ধোন্মত্ততা নিবন্ধন যে নিষ্ঠুরাচরণ হয় গবর্ণমেণ্টের তাহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি ঢাকার কমিসনার যেমন ২০ হাজার মন ধান্য পাঠাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এই রূপ আর আর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সেখানে পাঠাইয়া যাহাতে তাহাদের কষ্ট নিবারণ হয় তাহার যত্ন করেন। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক দূর হইবে, এবং লুসাই জাতি তাঁহাদের মহত্ত্বাতে চির শরণাগত হইবে।

হাইকোর্টের জজ বেলী সাহেব মানবলীল সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন সেকেলে সিবিলিয়ান। আজ দীর্ঘকাল অবধি ইনি রক্তামাশয় রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

আমরা শুনিলাম, বাবু হরি মোহন ও প্যারীমোহন রায় তাঁহাদের জমিদারির মধ্যে মাসিক ১৬ টাকা ব্যয়ে তিনটি ডাক্তার খানা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহারা লোকের সুবিধা হয় এইরূপ তিনটি স্থানে তিনটী ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তথায় তিন জন ডাক্তার রাখিবেন। এখানে ঔষধ থাকিবে, রোগীদিগের আহারোপযোগী সাগু প্রভৃতি রাখিবেন। ডাক্তারেরা যে রোগীকে যে আহার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা ডাক্তার খানা হইতে বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে, এবং যে সমুদায় পরিবারের অবস্থা এরূপ যে, রন্ধন করিয়া দেয় এরূপ লোক নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলে ডাক্তার খানায় আসিয়া প্রস্তুত আহারীয় পাইবে। হরি মোহন বাবু ও প্যারী মোহন বাবু রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র। তাঁহারা এরূপ সদ্ব্যয় করিলে তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার কার্য্য হইবে।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, FEB. 6, 1873.

WE are requested to announce that the newly published drama "Nayso Rupea" will be performed at the National Theater next saturday. Few copies of the book have been placed for sale at this office.

THE *National Paper* states on good authority that the title of Rajah Bahadoor has been conferred on the Venerable Babu Roma Nath Thackoor and he has been appointed a member of the Imperial Council and has been sworn as such last Tuesday.

WE thank the *Christian Herald* for the following:—

The following announcement in a late issue of *Indian Mirror*, took us, we must confess, by surprise:—"Lectures upon the duties of wives towards husbands, intended for Hindu women, are being delivered in a temple at Poona." We say, it struck us, for to our knowledge, there is no demand whatever for such lectures, they are perfectly uncalled for. To deliver lectures to Hindu women on the duties of wives towards husbands, is in the words of a current adage, "to oil the oiled head." It is worse. It is or, at least, may be construed by outsiders into, an insinuation, when we know that such an insinuation would be a rank libel on that exemplary dutifulness towards husbands, which is the glory of Hindu wiv. We can understand a lecture, or even a serie lectures, to Hindu husbands, on the duties of husbands towards wives; there is room enough for such. But the Poona lectures, we repeat, appear to us quite irrelevant.

WE hear Mr. Smith of Jessore has recommended Government to withdraw the summary powers recently given to Babu Anando Mohun Mozoomdar of the same place. We are very glad to hear it, for we would not even entrust such a nice and inoffensive gentleman as the Deputy Magistrate is with such large powers. When Mr. Smith recommends such a thing, he only admits that powers under Section 222 of the New Code are too dangerous to b freely distributed. The only wonder that he should make the blunder of taking the power from one of the most inoffen ive of all Deputy Magistrates. Mr. Maclaugh lin the Joint Magistrate has been denie

the privilege; why, Government best knows. Perhaps he is too independant. The other day he quarreled with the District Engineer. The District Engineer was for squandering away the local fund in the usual way, but the high spirited joint, unused to the nobabee style of the P. W. D., protested against the waste and said that he has done and he could do the same thing at one tenth of the cost required by the Engineer. This dispute was being adjusted by blows when the Magistrate interfered. We shall take this opportunity to state that Mr. Harris the District Superintendent has deserved the high encomiums bestowed upon him by the Lieutenant Governor. He has kept his District in beautiful order.

Loyalty and Education.—We believe we betray no secret when we give currency to an incident which happened about a week ago. His Excellency the Governor General the other day met a native gentleman on the road to whom among other things he said that while in England many Anglo-Indians tried to persuade him that the natives of this country were disloyal, but he had traveled all over the country and had found to his gratification that the allegation was false and that the natives of India were most thoroughly loyal to the British Crown. We are profoundly grateful for this confidence. Yes, TRUST US MY LORD, AND WE SHALL NOT BETRAY IT. This we may safely promise. It was not necessary to undergo the troubles of an Indian journey to ascertain the fact, Lord Northbrook might have ascertained it by half an hour's reflection. We do not claim to be gods, nor are we devils. We are men, like other men, neither higher nor lower, loving our friends and hating our enemies. Now have the English people deserved well of us, have they on the whole treated us well? If they have, we are on the whole their friends too; if not, we are not. When the first proposition is ascertained, the latter can be ascertained at once. If it were believed by the people that the English were their foes in disguise, the inevitable result would be the disaffection of the whole nation. Any thing like personal attraction for a King, who is a foreigner, whom they have never seen is out of the question, and if any subject individual pretends such love, he must be an extraordinary man. The love of the people of India for those of England can never free itself from the impurities of selfishness. If the English people love or hate them, they cannot help loving or hating English people in return; to love Englishmen if they hate us, or to hate them if they love us are propositions too absurd. We are human beings, we can neither be so good nor so bad, it is impossible. If English men continue to persecute the people, the people may not express it in words, they may continue to tender profound salaams, Mr. Stephen's celebrated law may keep them dumb, but they will feel, for God has made human being so, that "Resistence to tyrants is obedience to God." We believe also that were this feeling to prevail to a considerable extent, India would be too hot for English people to reside in, in spite of bayonets, armstrongs and other modern inventions. That England still governs India with a handful of men is a positive proof, that the feeling does not exist. It has not been as yet proved to the people of India that England on the whole means only evil of India, on the contrary it has been proved on many occasions that England *can* feel disinterestedly for India. Grievances we have many, much more perhaps than any other nation on the face of the earth, but it has not been proved that these grievances are known to the English people. On the contrary it has been proved that whenever our grievances have been properly represented, they have been redressed by the English people. That a great deal of discontent prevails it is useless to deny, that this discontent if systematically fanned by adding other unpopular measures may blaze into disaffection is only natural, but Lord Northbrook is come. In him we have at last found a protector and a friend, a positive proof that England on the whole means our good only. The Statement of his educational policy has not given us complete satisfaction. Perhaps His Lordships is not aware how the present educational policy of the Government have affected the people. It was in Lord Lawrence's time, the Government in a sudden fit of provocation declared, that it was not bound to give education to the people. It will need no argument or facts to prove that that the natives are dearly attacked to their educational institutions and that they prize them over all others. This piece of news was received by the people with a sort of bewilderment. Then followed the ineffectual efforts of the Government to prove that it was only the higher institutions, that the so-called high education swallowed up a great deal of public money and Government in its straightened circumstances could not afford to pay so much; to prove this position Government classed all English education as high. In facts figures and arguments, the Supreme Government was completely worsted by the local, but it did not want facts, it had already adopted a policy, it had power to carry it out, and the famous education Minute of Lord Mayo startled the whole nation. The whole nation, we mean the Bengallees, rose *en masse* to protest against the measure and 60 meetings were held in different parts of the country. Such a universal and sudden movement were perhaps never seen in Bengal. No preachers preached, no emissaries traveled from district to distrsct, but the atmosphere of Bengal was saturated with discontent; there was no other talk in the country, "what! does the English Government mean at last to forsake us?" We very well know how an old and nice gentleman, a veteran educationist, a lover of every thing English, literature, customs, manners, nation and country, took this resolution. His fifty years of confidence in the English Government was shaken, and the blow affected him so much that he wept like a child. Such was the feeling with which the December Resolution was received by the people. Now Lord Northbrook gives us the assurance that "there is no desire on the part of the Government to depreciate the importance or to discourage the cultivation of high English education in Bengal." We believe him, we can trust *him*. We also thank him most heartily for making a distinction between English education and High English education, which the Government of Lord Mayo did not. But if His Lordship has given us this assurance, he has done nothing to heal the wound that the educational institutions of this country have already received from the hands of its Governor. Two colleges have been reduced, that of Krishnagore most unjustly, a college which once under better direction rivalled and beat down the Hindu College, and which can even now under a better Principal regain its former prestige; and how does his Excellency reconcile the abolition of the higher classes of such an institution with his assurance that there is no desire &c. &c? It was a matter of few thousand rupees, and His Lordship might have at once allayed the irritation to a considerable degree by at least restoring the abolished classes of Krishnagore. His assurance that the Presidency, Hoogley, Dacca and Patna Colleges will remain intact gives us no doubt a great deal of relief, but that will not heal the wound received by the nation at the abolition of the Krishnagore College. Te thing is another attempt ought to be made for Krishnagore. His Lordship is silent as to the other objections of the memorialsts. Perhaps he thinks them well founded.

Victory.—Thank God the Municipal bill is not passed by the Supreme Government. This tiding has filled the minds of the people with hope and trust to which they have been long strangers. Since the fate of India was transferred into the hands of the Crown, the people have been foiled in every battle that they have fought with the Government. The Hon. East India Company had a master, but the Crown has none. When the Company's servants oppressed the people, they had recourse to appeals to the Crown, but who would rescue them if the Crown behaved ill? The sepoys took arms and peaceful Bengal was disarmed and burdened with taxes after the suppression of the wr. Since then a succession of obnoxious measures have been introduced into the country, in spite of vigorous and earnest protess from the whole nation. Thus we have been worsted in every fight that we have fought with the Government. Only a few years ago the Bengalees were a cheerful, contented people, the prospect before them was delightful, they saw progress, nightenment, happiness before them and thanked the source to which they were indebted for all these. But what a change within the course of ten years! There is no longer that happy sympathy which existed between the ruled and rulers in days gone by, and almost every measure of Government is calculated to do some injury to the interests of the people. The poor ryot indeed gained a partial and dearly bought victory over the indigo planters, but the latter were no governing body. The victory therefore resulting from His Honor's pet Bill being vetoed is the first which the people have ever gained over Government since the transfer of the Empire to the Crown, and it has a significance which cannot be too sufficiently measured. The people will have now some idea of their power and shall feel convinced of the benefit of agitating on political questions. We can assure our countrymen that if they had taken half the trouble in agitating the Criminal Procedure Code of what they took in Municipal questions the new Draconian Code would have been a thing of the past. We thank most heartily the Viceroy the source of our victory for his bold and statesman-like decision on the subject of the self-Government for, by withholding his assent from the obnoxious bill he has truely weighed the interest of the nation. Expectation was on tiptoe in Bengal that His Excellency would not

seal with his sanction that mischievous measure and it is a positive pleasure to us to see that he has not disappointed the people. When Lord Northbrook landed at the shores of India, we knew him neither as a friend nor as a foe, and yet we hailed his advent with joy. We hoped he would not disappoint us like his predecessors, we hoped Heaven for the sake of two hundred millions of people would move his Lordship's heart towards the helpless population, and it appears God has at last heard our prayer. If Lord Northbrook swerve not from the policy which he has adopted in regard to the Municipal Bill, we make no hesitation in saying that his name will be ere long blessed from one end of the country to the other and the deep discontent which now prevails universally will melt away like frosts before the morning sun.

The grounds which have determined His Excellency to veto the bill are quite in unison with the objections raised by the Press and the different memorialists and they are substantially as follow. The Viceroy objects to the provision which requires a cess for elementary education compulsory upon first and second class Municipalities. The proposed alteration of the law relating to the police is also objectionable in his opinion. He objects to a poor rate, and says" he does not concur in the proposal to apply Municipal funds to the relief of the poor, even in exceptional cases, for he considers that such cases should be met by a contribution from the Provincial or Imperial Revenues.". He also entertains great doubts as to the suitablity of the powers given to Panchyots under the Act VI 1870, and he thinks, therefore, that further experience is required before the functions of such Panchoyetsare increased, Municipal Institutions further extended to the rural population. But apart from these objections to particular portions of the Bill, His Excellency regards the whole measure as calculated to increase Municipal taxation in Bengal, and believes that "such an increase is unnecessary and inexpedient at the present time." We cannot too sufficiently thank Lord Northbrook for this admission. His Excellency does not appear to be an advocate of discretionary Government, for he says " it is true many of the provisions of the Bill to which His Excellency objects are permissive and depend for their introduction upon the exercise of the powers committed to the Lieutenant Government of Bengal. The present Lieutenant Governor has expressed his intention to use with great caution and reserve the powers which would be placed in his hands; but" His Lordship remarks "he must in dealing with the Bill, look rather to the power which it confers than to the extent to which, for the present, it is proposed to make use of those powers. If he objects to any material provisions contained in a proposed law, for which his assent is required under Indian Council's Act of 1861, it is not sufficient for His Excellency to be informed that the officer invested with discretion as to their introduction considers that action should be suspended or differed. No feeling of confidence in the discretion of any one man, in whose power the administration of a law may for the time being placed, would in His Excelency's opinion, justfy [illegible] in assenting to a measure to any essential provisions of which, if fully brought [illegible] operation, he entertains such serious objections as he does to some of those which are contained in the Bengal Municipalities' Bill." This bold decision is sure to inspire confidence amongst the people of Bengal. Mr. Campbell is sufficiently unpopular and we hope his defeat will open his eyes and restrain him from proceeding further into the wild course of policy which he has chalked out for himself.

———

Enhancement of Rent and the Ryot.—Mr. Campbell has dismissed this subject very briefly in the huge volume of administrative history issued by His Honor. His Honor is an ardent friend of the ryot. But His Honor makes his conscience easy about the ryot by saying that the High Court has settled the question of enhancement in a satisfactory manner. That that tribunal has averted the great danger which the inordinate demands for enhancements on the part of Zemindars threatened the ryots with.

Now all this might be true and yet the ryot is in the most painful state of distress in many parts of the country. But neither are the ideas of Mr. Campbell correct as to the high degree of salutary effect of the decision of the High Court, as the current now runs. Taking the question of enhancement of rent, a ryot is not half so at ease on its account as His Honor serenely allowed his facile pen to make himself. It is true that the warm sympathies of the late Chief Justice of the High Court inclined him actually to work the problem of the ryot's fate in a way that ended to his benefit. The vexed knot of enhancement is the most difficult of untying. And if at all practicable, the process undoes the ryot. Naturally therefore and we think not unreasonably Sir Barnes Peacock would fain cut the knot if he found any opportunity to do so. The law prescribes a certain form of notice to be served on the tenant before a suit for enhancement may lie. The late Chief Justice as well as the other Judges in his time insisted that the notice must be precise to the very words contained in the law. Luckily for the ryots, the agents of the Zemindars mostly found it too much for them to fulfil the requisition. And enhancement suits were dismissed basket after basket on this preliminary objection. Indeed a technical objection it was, but if ever technicality is to be allowed, this was undoubtedly the fittest occasion. It is and it ought to be an elementary rule of construction that a stricter construction is to be put against those who are advantageously placed than as against those who stand at a disadvantage. Applying this principle who but will not say that the above-mentioned policy of the High Court was correct and sound. But that policy no longer is. Here it is that Mr. Campbell is mistaken. The High Court has changed. It has since some time commenced to condone for the defects of the landlord's agents. Now the decision of the Court promise little comforts to the tenants. True, the question raised before the Full bench in the case of Thakooranee Dossee regarding the principle of assessment was decided in favor of the ryots. But that can hardly serve to protect the ryots from the chronic form of ruin which suits for enhancement are sure to entail on them.

The easy condition and honest life of the Indian ryot was the great pride of India. While many a civilized country of Europe showed a heart-rending destitution and degradation in the masses, India could boast of her simple, honest and and happy village communities. But woe awaits the tenantry of Bengal under the British rule. Sad is the prospect before them. In fact they are already a great way in their path to ruination. Their distressed condition at present is testified to by many a one. Let us pause a little to glance at the causes of this sad matter.

Many are disposed to lay the whole blame on the increasing avarice of the Zemindars. Without exculpating the Zemindars of all share in the evil we must say that much of it is imputable to causes with which the Zemindars can not be taxed. First and foremost among the causes we have to mention a certain great incident of the British Indian rule. This is the yearly exportation of money to England consisting in the annuities paid to the East India Company, the Home charges and the salaries of officers not domiciled in this country, so far as the same are not spent in this country. It may appear to be paradoxical that this should be a cause of the poverty of the ryots but it is even so and capable of plain and direct proof.

Political economists lay it down as an axiom that the balance of trade between two countries is equalised by the natural influx and eflux between the two countries, of the medium of exchange. To illustrate this. Fancy a trade to exist between countries A and B. If A exports M mounds of rice for a certain amount of money, A has to bear the whole thing as a loss until A imports a corresponding quantity of some other goods from B. Now A will never be in a position to do this if the amount of money which it had received from B as price were to pass back to B independently of the channel of trade. Thus as the various items of state expenditure mentioned above necessitate efflux of money from India to England independently of the trade, India has always to give to England a corresponding quantity of her produce for nothing. And what is the produce she gives to England—rice—the commodity most of all required by the ryot and of the greatest value to him. As shown above owing to the unnatural exit of money out of the country there is no adequate return for what India sends out.

And then again what she receives in return are of little benefit and use to the ryot. The export is chiefly in rice. while the import consists mostly in articles of luxury which are little wanted and little availed of by the ryot. Thus owing to this disadvantage of international trade India loses a great deal. But the ryot a greater still. In short the advantage of the trade whatever it is, is mostly felt by the upper classes, the disadvantages chiefly by the masses. The latter pays the price, the former reaps the enjoyments. The upper classes enjoy cheaper knives, forks, papers, dolls, bags, receive this fancy article and that, the poorer classes have to *suffer*, nay grieve over a higher price of rice and the like as a concomitant of the above.

Of the other causes which are leading the way to the poverty of the ryot we can not afford space to treat in this place. It is enough to say that more than [illegible] of the heaviest taxes directly or indirectly [illegible] to be borne by him. And thus he [illegible] faints and becomes a skeleton—he and his whole broods.

বিজ্ঞাপন।

For Entrance Candidates, "A manual of the History of England." Second Edition. Price 12 annas. To be had at the Roy Press, Champatolla, Calcutta.

—:—

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী পরগণা পাইক হাটি ৬৪১। ৭৫১ নং তরফ লাউগাছী ও মাধবপুর দীং ৩৬ মৌ[illegible]। পত্তন বিলি করা যাইবেক। গ্রাহকগণ শ্রীরাম পুরের পশ্চিম বড়াগ্রামে জমীদার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মজুমদার দিগের সদর কাছারিতে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীশি[illegible]কৃষ্ণ বসু মজুমদার।

আগামী শনিবার ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হইবে।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

বাগবাজার ৫৭ নং রাম কান্ত বসুর লেন, ন্যাসন্যাল থিয়েটারের বাটি এবং অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মুল্য এক টাকা। ডাক মাশুল ৴০ আনা।

সংবাদ।

—গত সোমবার অতি সমারোহের সহিত কলিকাতার নেটীভ হস পীটলের ভিত্তি ভূমির পত্তন করা হয়। কলিকাতার লর্ড বিসপ প্রথমে একটী প্রার্থনা করেন। লর্ড নর্থব্রুক তাহার পর একটী বোতলের মধ্যে প্রচলিত ধাতুমুদ্রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারির একখণ্ড সম্বাদ পত্র পূরিয়া একখানি প্রস্তরের সঙ্গে পোতেন। তদনন্তর একখানি রৌপ্য কর্ণি দ্বারা ইষ্টক খানি বসান এবং শেষে ডাক্তার ম্যাকনামারাকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্য সমাপন করা হয়। ডাক্তার ম্যাকনামারা এবিষয়ে বিশেষ যত্ন পান। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৪০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিতে বলেন, তিনি ৪৮ হাজার টাকা তুলিয়াছেন।

—আমাদের দেশের ভারি দুর্ভাগ্য। ইহার মঙ্গলের নিমিত্ত যাঁহারা যত্ন পান, তাঁহারাই এক না এক সাংসারিক কষ্টে বিব্রত হন। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু দিগম্বর মিত্র ও বাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায়, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই এক না এক কষ্টে কাতর হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা আর একটি দুঃখের সম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম। বাবু কৃষ্ণ দাস পালের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। আমরা একরূপ বলিতে পারি, কৃষ্ণদাস বাবুর ন্যায় সবল মস্তিষ্ক পুরুষকে কোন শোকতাপে অভিভূত করিতে পারিবে না। তথাচ আমাদের শাস্ত্রে বলে পুরুষের গৃহশূন্য অবস্থা ভারি দুর্ভাগ্যের বিষয় এবং সেটী ভারি সত্য।

—স্কটলণ্ডে সম্প্রতি একটি শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবেত্তা প্রোফেসর ইগনাজ ক্লেয়ারের সুন্দরী কন্যা লরা ক্লেয়ারের সহিত ভাইভান নামক একটি উপযুক্ত যুবকের বিবাহের কথা হয়, এমন কি বিবাহের উদ্যোগ পর্য্যন্ত কতক করা হয়। মটন নামক আর একটি যুবকের সহিত লরাক্লেয়রের গাঢ় প্রণয় জন্মে কিন্তু প্রোফেসর ইগনাজ তাহাকে তাহার বাটী আসিতে নিষেধ করেন। মটন বলিল, যদি লরাকে সে বিবাহ না করিতে পারে, তবে সে এমন কতক গুলি গোপনীয় কথা বলিয়া দিবে যে, ভাইভানের সহিতও তাহার বিবাহ হইবে না। সে গোপনে লরাকে দেখিতে চায়। লরা তাহাতে সম্মত হয়। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মটন চলিয়া যায়। পর দিন প্রাতে সে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। লরার মুখ চুন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি সহাস্য মুখে বলিলেন, অবশ, "মটন তুমি এক গ্লাস সুরা পান করিবা, ? মটন আগ্রহ সহকারে তাহার হস্ত হইতে গ্লাস লইয়া পান করিলেন একটু পরে তিনি উঠিয়া গেলেন। কিছু দূর যাইয়াই ভূপতিত হয় ও তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়! ডাক্তারেরা মৃত দেহ কাটিয়া দেখেন যে বিষ পান দ্বারা মৃত্যু হইয়াছে। লরা তখনই পুলিশ কর্তৃক ধৃত ও জেলে প্রেরিত হইলেন। তথায় তিনি ভাইভানকে ডাকিয়া পাঠান ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "ভাইভান তোমার বিবেচনায় আমি দোষী না নির্দ্দোষী" ভাইভান উত্তর করিলেন "আমি তা জানি না, তবে এক মাস হইল আমি এই নগরের কোন মহিলাকে বিবাহ বলিয়া করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং এই নির্জ্জন গৃহে তোমার সহিত থাকা আমার উচিত হয় না।, লরা চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন "ও ভাইভান, আমি তোমারই জন্য এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। মটন আমাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত, আমারে ত্যাগ করিওনা, আমি তোমারে প্রাণের অধিক ভাল বাসি।,, ভাইভান দ্রুত বেগে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু লরা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল "তবে এই দেখ এবং তৎক্ষণাৎ এক খান ছুরি বাহির করিয়া আপন গল দেশে বিদ্ধ করিয়া দিল এবং একটু পরেই প্রাণ ত্যাগ করিল। মরণ কালে কেবল ইহাই বলিল, 'ভাইভান আমি তোমাকে বড় ভাল বাসিতাম, এখনও ভালবাসি, আমি তোমারে মাপ করিলাম।,

—যশোহর হইতে এক জন বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, যশোর স্মল কজ কোর্টের হেড ক্লার্ক অতি সুচারু রূপে নিজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেক দিনকার যে সমুদায় মকর্দ্দমার নথি ছিল, তাহা পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা হেড ক্লার্কের সুখ্যাতি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম যে, যশোর স্মল কজ কোর্টের জজের অনবধানতা বশতঃ বিস্তর মহাজন জাল খৎ করিয়া খাতক দিগকে উচ্ছিন্ন দিবার উপক্রম করিয়াছে। আমরা ভরসা করি, জজ বাহাদুর বিশেষ সতর্ক হইবেন।

—মৌলমেনে কারাগারে রন্ধন গৃহে ছুরি, তামাক এবং আফিম লুক্কায়িত আছে দেখিয়া সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। বন্দিগণেরা তাঁহাকে ভয় প্রদশ[illegible] ও [illegible] দেয়। ইহাতে সাহেব তাহাদিগকে [illegible] করেন এবং কয়েকদিন নিজ[illegible] তাহাদিগকে রেঙ্গুনে প্রেরণ ক[illegible] কি কোন অপরাধ করেন নাই?

—শুনা যাইতেছে যে ব[illegible] ২৪ পরগণার জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ও [illegible]র্চ্চ সাহেব বর্দ্ধমানের কমিসনার হইতেছেন।

—একখানি উত্তর পশ্চিম [illegible] পত্রিকা বলেন যে, একজন লোকের কাশের ব্যারাম [illegible]। তাহার একজন বন্ধু তাহাকে [illegible] এক ছটাক তিৎপোল্লার রস [illegible] রোগী এক ছটাক না খাই[illegible] যায়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহার [illegible] হইতে লাগিল। ক্রমে রোগীর শরীর [illegible] হইল। নিশ্বাস প্রশ্বাস মৃদু হইয়া [illegible] আর একটি নূতন উপসর্গ হইল। ব[illegible] লাগিল। প্রস্রাব বন্ধ হই[illegible] দিন থাকে। কিন্তু রোগী[illegible] ছিল। ডাক্তার কানাই লাল দে দেখিতে গিয়া আধ রতি করিয়া আফিং প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলেন, আফিং খাইয়া রোগীর কিছু উপশম বোধ হইল এবং চারি দিনের মধ্যে [illegible] সুস্থ হইল। হোমিওপ্যাথ দিগের একটি দিব্য ঔষধ আবিষ্কৃত হইল।

—এলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন 'একজন বাঙ্গালী ৩ বৎসর হইল হি[illegible] এবং তিব্বত দেশ প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি এলাহাবাদে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বাস স্থান জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে তাঁহার নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নাটাগোড় গ্রাম, নাম নারায়ণ গিরি। তাঁহার পরিবার মধ্যে কেহ জীবিত নাই। [illegible]ংকালে কাবুলে যুদ্ধ হয় তখন দেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রিয়া যান। নারায়ণ গিরি নাম শ্রবণ করিলে বোধ হয় ইনি একজন সন্ন্যাসী এবং পরিচ্ছদে কতকটা সেইরূপ অনুভব হয়, বাস্তবিক প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যদিও সংসার সম্বন্ধে প্রকৃত সন্ন্যাসী কিন্তু ধর্ম্মের আলোচনা হওয়াতে অবগত হওয়া গেল যে, তিনি একজন ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার [illegible] শ্রবণ করিলাম যে, তিনি এই মত [illegible] প্রচার করিয়াছেন। কোন স্থানে [illegible] মত রাজ[illegible] রাজ ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করাতে [illegible] খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আশঙ্কায় রাজা[illegible] গোচর করাতে তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হয়। তিনি [illegible] দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিব্বতের লোকেরা ছাগ, মাংস ও চা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। ইহরা জুতা পায়ে দিয়া পূজা করে। লামা ইহাদিগের রাজা ও গুরু। এ অঞ্চলে স্বর্ণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ভিন্ন দেশীয়লোক আসিতে পারে না, তবে আদেশ পাইলে যাইতে পারে। ইংরাজদিগের গোয়েন্দা [illegible] করিয়া যাইতে দেয় না। ইংরাজদিগকে [illegible] ফিলিং বলে। চাউল অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, [illegible] দুই [illegible]। তিনি একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনিয়া[illegible] [illegible]। বিস্তারিত সংবাদ পাইলে পরে [illegible]বার সংকল্প রহিল।'

—চাউল বোঝাই করিবার জন্য প্রায় দশ হাজার মোনের এক খানি জাহাজ মোরেলগঞ্জে পোঁছিয়াছে।

—হাইকোর্টের পুর্ণাধিবেশনে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, কলিকাতা বাসী হিন্দু, যাহার মফস্বলে কোন সম্পত্তি নাই, পোনর বৎসর বয়ক্রম সম্পূর্ণ হইয়া গেলে প্রাপ্ত বয়স্ক হইবেন।

—মান্দ্রাজের দেশীয় যুবকগণকে শিল্প শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে প্রেরণ জন্য তথাকার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক টাকা সংগ্রহ করিতে মানস করিয়াছেন।

—লক্ষ্ণৌয়ে এক ব্যক্তি আশ্চর্য্য রূপে চোর ধরিয়াছেন। কতিপয় দিবস ধরিয়া চোরে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল। তিনি একটী পিস্তল বারুদ ও গুলি সংযুক্ত করিয়া টাকা রাখিবার ডুয়ার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখেন, বন্দুকটী ছোড়া হইয়া গিয়াছে এবং তথায় রক্ত পড়িয়া আছে। তৎপরে তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকিলেন এবং দেখিতে পাইলেন গুলিতে তাঁহার এক জন বেয়ারার হস্তভেদ করিয়াছে। চোর ধরিতে আর কিছু বাকি রহিল না। এ একটী চোর ধরার আশ্চর্য্য কৌশল বটে। বঙ্গবন্ধু।

—রামপুরের হিন্দুরাজ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

—জাপানদেশীয় লোকেরা মাথার সমুদায় চুল কামাইয়া ফেলে। তথাকার অধিপতি এই আদেশ প্রচার, করিয়াছেন যে এখন অবধি তাহাদিগকে মাথার চুল রাখিতে হইবে। জাপানের অধিপতি এইরূপ বলদ্বারা দেশে সভ্যতা আনিতেছেন।

—পারিসের ডুবাল নামক যে ব্যক্তি কোরাবল নামক একটী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়, তাহার ঐ দৃষ্টান্ত বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে। সংপ্রতি পারিসের লুসি নামক এক যুবক একটী স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকটী তাহাকে ছাড়িয়া মার্সলিসে যাইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট লয়, লুসি এই সংবাদ পাইয়া উক্ত ষ্টেশনের বিশ্রাম গৃহে গিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সম্মুখে গুলি দ্বারা আত্ম হত্যার চেষ্টা পায়। উহার মৃত্যু হয় নাই বটে, কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। এই সংবাদ ডুবালের নিকটে যাইবা মাত্র ডুবাল বলিয়া উঠিল "হায়! আমি কি অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি। যদি আমি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইতে পারি, তবে অবশ্য ইহার সংশোধন করিব। ইহার কয়েক দিন পরেই জুলিস চেরি নামক এক ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোকের জন্য আত্ম হত্যা করে। তবে উহারা যেমন স্বস্ব প্রণয়পাত্রির সম্মুখ আত্ম হত্যা করে, এব্যক্তি সেরূপ করে নাই। এব্যক্তি একটি চিড়িয়া খানার কতকগুলি বানরের সম্মুখে আত্ম হত্যা করিয়াছে! ঢাকা প্রকাশ।

—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসামীর প্রতি ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা হইলে জজ সাহেবকে নথিতে লিখিতে হইবে যে তিনি আসামিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, সে তাঁহার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিতে ইচ্ছা করে কিনা, এবং তিনি তাহাকে জানাইয়াছেন যে, উক্ত আপীল সাত দিনের মধ্যে করিতে হইবে।

—গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবারে চন্দননগরের ফরাসিস গবর্ণর আমাদের গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন।

—প্রিন্স বিসমার্ক প্রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রীত্বপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

—অযোধ্যা যখন নবাবের রাজত্বাধীন ছিল, তখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি নবাবের দাতৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অযোধ্যা বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইলে, রাজগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তি এবং কোন কোন রাজকর্ম্মচারিকে পেন্সন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু নবাব প্রতিপালিত অনেক ব্যক্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। অযোধ্যার দ্বিতীয় রাজা নসিরুদ্দীন হাইদার এই সকল ব্যক্তির উপকারার্থে একটী দরিদ্রশালা সংস্থাপন করেন এবং হাজার টাকা মাসিক আয়ের কোম্পানি কাগজ দান করেন। উক্ত দরিদ্রশালা হইতে এখন প্রতি রবিবারে দেড়হাজার দুই হাজার বৃদ্ধ পুরুষ স্ত্রীকে খাদ্য দ্রব্য সকল বিতরিত হইয়া থাকে।

—গুজরাটমিত্র নামক একখানি সংবাদপত্র এদেশের সুরাপান নিবারণের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এদেশের সুরাপানের নিমিত্ত ইংরাজদিগকে অথবা ইংরাজি শিক্ষাকে দায়ী করা অন্যায় সুরাপান পাপ বিস্তারের প্রকৃত কারণ। এদেশে নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে। পূর্ব্বে বলে এদেশে কেবল চারটী মাত্র জাতি ছিল, উহার মধ্যে কোন জাতির কোন ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে অবিলম্বে ধৃত হইত। এখন কোন জাতি কাহার জন্য দায়ী নহে, সুতরাং অপরাধীরা অনায়াসে বাঁচিয়া যায়। সম্পাদকের মতে আর একটী কারণ এই, আমাদের পুরোহিতেরা এখন মূর্খ হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের জজমানের উপর ধর্ম্মশাসন নাই। এ যুক্তিতে সারবত্বা থাকুক বা না থাকুক নূতনত্ব কিছু আছে।

— ইণ্ডিয়ান মিরার শুনিয়াছেন যে, হুগলীতে এক জন ডিপুটী কালেকটর কোন দেশীয় খৃষ্টানের একটী মোকর্দ্দমার বিচারের সময় খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রয়োগ করেন বলিয়া সসপেণ্ড হইয়াছেন।

— মফস্বল ছোট আদালত সমূহের আমলার খরচ কমাইবার জন্য লেঃ গবর্ণর হাইকোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন।

—ব্যবস্থাপক সভার কোন এক অধিবেশনে লর্ড নর্থ ব্রুক বলেন যে, কোন রূপ নূতন বন্দবস্ত অতি ধীর ভাবে এবং বিবেচনার সহিত করা কর্ত্তব্য। আমাদের লেঃ গবর্ণর আর এক ধাতুর মানুষ, তিনি নূতন করিতে ভাল বাসেন।

—গবর্ণর জেনেরলের বোম্বাই নগর পরিদর্শন সময়ে নিয়েজ মাহামুদ খাঁ নামক বরেলীর রাজবিদ্রোহী ধৃত হয়। সে এখন এলাহাবাদের কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছে!

— গঙ্গার উপর যে সেতু নির্ম্মিত হইবে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে উহা সারা হইবে।

—কুকা হত্যা কাণ্ডের নায়ক কোওয়ান সাহেব লাহোরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট হইতে শীঘ্র এই মর্ম্মে একটী সরকিউলর বাহির হইবে, যাহাতে কোন রাজ কর্ম্মচারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তিনি যে জেলায় কর্ম্ম করিতেন সেখানে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ওকালতি করিতে পারিবেন না।

—হাইকোর্টের মোক্তারদের সম্বন্ধে ১৮৭১ সালের ১৯শে জানুয়ারিতে যে সকল নিয়ম হয়, তাহা রহিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

অপ্রাপ্তব্যবহারদিগের আশ্রম।

অস্মদ্দেশের যুবীয়ান ভূম্যাধিকারিদিগের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে সুরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মাবলি করিয়াছেন, তাহা অতি মহান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তথায় শিক্ষা বিষয়ক উত্তম নিয়ম না থাকা প্রযুক্ত কোন বালকই শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। ব্যায়ামাদি শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান গুলি অতীব হিতপ্রদ, ইহাতে শরীর সর্ব্বদা সুস্থ এবং বশাধীন থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের মানসিক দৃঢ়তা প্রতিপাদনের কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না।

সর্ব্বদেশেই দৃষ্ট হয়, ধনী ব্যক্তিদিগের বিদ্যাচর্চ্চার তাদৃশ যত্ন নাই। দুই একটী ভিন্ন অধিকাংশ জমিদারেরা অকৃতবিদ্য। নতুবা অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আশ্রমে বাস করিয়া অদ্যাপি কেহই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহার অন্য কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট কি এবিষয়ে অমনোযোগী? তাহা বোধ হয় না। নিঃসন্দেহ ধনীদিগের প্রতি সরস্বতীর চির অকৃপা। তবে যখন গবর্ণমেণ্ট এতদূর যত্ন করিতেছেন, তখন আর একটু মনোযোগী হইয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, অযোগ্য ভূম্যাধিকারিদিগের পক্ষে কিরূপ বিদ্যাভ্যাস আবশ্যক এবং তাহা হইতেছে কি না।

প্রাপ্তব্যবহার হইলে ইহাঁদিগকে আপন সম্পত্তি সুনিয়মে রক্ষা করিবার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা অতীব কর্ত্তব্য। ইঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া আশ্রম হইতে বাহির হইতে পারিবেন, এরূপ আশা সম্ভব থাকিলে কি ঈদৃশ কার্য্যোপযোগী শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইত না। কিন্তু যখন সে আশা দূরপরাহত, তখন আশ্রম বাসের মধ্যে ইঁহাদিগকে সাংসারিক জ্ঞানে সুশিক্ষিত করা বৈধ। জমিদারদিগের পক্ষে মাতৃভাষা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আশ্রমে থাকিয়া ইঁহারা তাহার বর্ণমাত্রও শিক্ষা করিতে পারেন না। প্রায় সকলেরই হস্তলিপি অতীব কদর্য্য; এমন কি অনেকে পাঁচ আনা, দশ কাঠা ইত্যাদি লিখিতে অক্ষম। কেহ বা স্বাক্ষর করিতে ক্লান্তি বোধ করেন। এটি বড় শোচনীয় অবস্থা! গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়া যাহাতে ইঁহাদিগকে মাতৃভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া ও জমিদারী রক্ষার কার্য্যোপযোগী জ্ঞান প্রদত্ত হয়, তদ্রূপ নিয়ম করিলে ইঁহাদিগের মহান্ উপকার করা হয়; নতুবা বর্ত্তমানাবস্থ শিক্ষা দ্বারা ইঁহাদিগের কোন উপকারই হইতেছে না। বহুদিন পর্য্যন্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত ইংরাজি অধ্যাপনা দ্বারাও তাঁহাদিগকে এক খানি সামান্য পত্র লেখার উপযুক্ত করা যাইতেছে না; ইহাতেই তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় বুঝা যাইবে! আমি ইংরাজি শিক্ষায় দোষারোপ করিতেছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরাজি যেমন উৎসাহের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়, বাঙ্গালাও তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য। বরং তাদৃশ মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা শিক্ষা দিলে ভূয়িষ্ট উন্নতি সাধন হইতে পারে।

উপসংহার কালে জিজ্ঞাস্য এই ইঁহাদিগকে কেন নীতি বিষয়ক কোন শিক্ষা প্রদান করা হয় না? ঈদৃশ শিক্ষা ইঁহাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক হইলেও আশ্রমে তাহার কিছুই হয় না। স্থূল ২ নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে ভূয়িষ্ট উপকার দর্শিতে পারে।

গুঞ্জনগর ২৮। ১।৭৭ শ্রীবঃ

দেশীয় তাঁতিদিগের [illegible]

দেশীয় তাঁতিদের অন্ন মারা [illegible] নেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, কিন্তু [illegible] তাঁহারাই অনেক অংশে দোষী তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। আমরা যদ্যপি বিলাতি কাপড় ক্রয় না করি, তাহা হইলে কি বিলাতি কাপড় বিক্রীত হয়?

ইউরোপীয় দেশ সকলের ন্যায় যদি আমাদের দেশও স্বাধীন হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষেরা বিদেশীয় কাপড়ের উপর এত শুল্ক বসাইতেন না, সুতরাং তাহা এদেশে বিক্রয় করাতে বড় লাভও হইত না।

আমাদের দেশের রাজপুরুষেরা বিলাতী কাপড়ের আমদানী যাহাতে বেশী হয় তাহারই চেষ্টা ভিন্ন কমাইবার চেষ্টা করিবেন না। স্বদেশজাত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিবার বাজার প্রাপ্ত হওয়াই ইংরাজদিগের পরদেশ অধিকার করিবার এক প্রধান কারণ।

আমাদিগের দেশানুরাগ প্রবল থাকিলে আমরা অনেকটা করিতে পারি। আমরা আপনারা বিলাতি কাপড় ব্যবহার না করিতে পারি, এবং অন্যকেও ব্যবহার না করিতে পরামর্শ দিতে পারি। স্বাধীন প্রকৃতি জাতিরা অন্যান্য দেশের ভাল জিনিস ছাড়িয়া স্ব২ দেশে ঐ সকল জিনিস খারাপরূপে প্রস্তুত হইলেও তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিলাতি কাপড় আপাততঃ সস্তা বোধ হয় বটে কিন্তু পরিমাণে তাহাতে অধিক ব্যয় হয়। বিলাতি কাপড়ের তুলা (কলের দ্বারা) এত অধিক পরিমাণে খুনান হয় যে তাহার আঁশ গুলিন খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। সেই জন্য বিলাতি কাপড় গুলিন অধিক দিন টেকেনা; এবং একবার ছিঁড়িতে আরম্ভ হইলে শীঘ্রই সমুদায় ছিঁড়িয়া যায়। দেশীয় কাপড়ের কোন অংশ ছিঁড়িলে সে ছেঁড়া সহজে [illegible] না এবং দেশী কাপড় রিপু করিয়া যে রূপ টিকান যায় বিলাতী কাপড় সেরূপ পারা যায় না।

[illegible] ধুতি আমাদের দেশে প্রথমে বিধবারা পরিতে আরম্ভ করেন, পরে অনেকে বাবুগিরি শূন্যতা দেখাইবার নিমিত্ত এবং ইহাতে কম খরচ পড়ে, এইভ্রমে পরিধান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক টাকা বাঁচেন [illegible] তাঁহারা বিলাতী কাপড়ে যত টাকা ব্যয় করেন দেশীয় কাপড় ব্যবহার করিলে (অধিক দিন [illegible]) তাহা হইতে কম খরচ লাগিবে। বিধবারা [illegible] ধুতি পরিতে পারেন।

পরিশেষে স্বদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন (সাদা পিরান ও চাপকানের জন্য) বিলাতী কাপড় ক্রয় না করেন এবং এরূপ না করিতে দেশীয় চাসা এবং ভদ্রলোকদিগকেও শিক্ষা দেন। এরূপ করিলে অনেকগুলিন টাকা বিদেশে না যাইয়া দেশের মধ্যে থাকিবে।

উপরের প্রবন্ধটী লেখা হইলে মহাশয়ের গত বৃহস্পতি বারের পত্রিকায় দেখিলাম যে পুনা নগরের কতকগুলিন ভদ্রলোক বিলাতি কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের নিতান্ত অনুকরণীয়।

[illegible] জানুয়ারি। ১৮৭৩ শ্রীঃ—

—ঃ।ঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র তালাপাত্র পাবনা	৭
" সুরেশ চন্দ্র সরকার চৌধুরী শিবনিবাস	৮
" উমেশ চন্দ্র পাল পার্ক ষ্ট্রীট	॥০
" রামকৃষ্ণ লাল দেওবর	৮
" বেণীমাধব রায় রাজসাহি	১০
" [illegible] শিবসাগর আসাম	৮
" [illegible]	[illegible]
" [illegible]	৮
" [illegible]	[illegible]
" [illegible]চন্দ্র সরকার [illegible] আমেদপুর	৮
" যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় খিদিরপুর	৮
" বেণীমাধব [illegible] জাগুলি	১০
" গোপালশঙ্কর [illegible] ভবানীপুর	৩৷০
" বেণীমাধব বসু [illegible] ষ্ট্রীট	৬৷০
" গৌরীপ্রসাদ সেন. এডিসনাল সবর্ডিনেট জজ্জ বরিশাল	৪
" মহি চন্দ্র পাল [illegible]	১০
" গদাধর খাঁ দরভঙ্গা	৮

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুপ্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" আদি ব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ॥০ আনা। ডাকমাসুলসমেত ॥৴০।

নীলকুটি বিক্রয়।

জেলা নদিয়ার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের সন্নিকট শড়িয়ার প্রচলিত নীলকুঠি ৮০০ বিঘা নীলায়েক ভূমির সহিত বিক্রয় হইবেক। এবং তরফ শান্তিপুরের সামিল কোন কোন মহল দরপত্তনী দেওয়া যাইবেক। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ের নিকট এ বিষয়ের সবিশেষ জানা যাইতে পারিবে।

ADVERTISEMENT.

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code, shewing new leav, Acting allowance, Pension and travellin allowance rules. Price Rupees two ony. Apply to Baboo Bholanauth Sen, Trasury Building, Calcutta.

Key to Baboo P. C Sircar's Second Book of Reding. Price 4 Annas. To be had at the Roy Press, 29, Mirzapore Street. A lage discount allowed at all purchasers.

Fonindra Mohun Bose.

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.
(BEING ACT No. OF 1872.)
WITH
Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerou illustrative case both Indian and English, apropriate quotations from the reports f the Select Committee and othe sorts of explanabry remars and comments.
INTO WHI IS INCORPORATED
THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,
AND TO WICH IS APPENDED
THE INDIAN OATHS ACT.

[illegible]

To [illegible]

[illegible] এবং পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টান্ট এঞ্জিনীয়র শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য একটাকা ডাকমাশুল ৵০। কলিকাতা, [illegible] ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

জমিদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব, বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমেত —।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী দিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ॥০ আট আনা। ডাকমাশুল ৴০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬৷০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪৷০
ত্রৈমাসিক	২৷৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮৷০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনমূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

[illegible]

যে সকল পুস্তক সভাকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হইবে, সভার অধ্যক্ষগণ তৎসমুদায় সমাদরে গ্রহণ করিয়া সমালোচনা করিবেন, এবং উপযুক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রকাশকদিগকে প্রসংশা পত্র প্রদান করিবেন।

এই নূতন উপায়দ্বারা যে দেশীয় পুস্তক সকলের বিক্রয় ও প্রচারোন্নতি এবং গ্রন্থকারদিগের উৎসহবর্দ্ধন সংসাধিত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য।

শ্রী নবগোপাল মিত্র
সহকারী সম্পাদক।

ন্যাশন্যাল প্রেশ, ১০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

SUPPLEMENT TO
The Amrita Bazar Putrika.

THURSDAY FEBRUARY 6TH 1873.

বিজ্ঞাপন।

শিল্পকর, মালী, কৃষক, এবং অন্যান্য প্রকার কারুকরগণের প্রতি বিজ্ঞাপন।

হিন্দু মেলা ৬ ফাল্গুন হইতে ৭ ফাল্গুন পর্য্যন্ত নৈনানস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল শীল মহাশয়ের বাগানে হইবে।

হিন্দু মেলার কার্য্যাধ্যক্ষ সভার অনুমতি অনুসারে শিল্পকর, মালী, কৃষক এবং অন্যান্য প্রকার কারুকরদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা যে সকল উত্তম সামগ্রী হিন্দু মেলায় প্রদর্শন করিতে চাহেন তাহা কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের ১০ নম্বর ভবনে নিম্ন-স্বাক্ষরকরীর নিকট ৪ ফাল্গুনের মধ্যে স্বয়ং লইয়া যাইবেন, বা বিশ্বাসী লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু যাঁহারা কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নৈনান শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল শীল মহাশয়ের বাগানে ৬ই ফাল্গুনের প্রাতঃকালে স্বয়ং লইয়া যাইবেন, অথবা বিশ্বাসী লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন।

যে সকল সামগ্রী নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা মেলার স্থানে প্রেরিত হইবে, তৎসমুদয়ের নিমিত্ত রসিদ

দেওয়া যাইবে ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে বিশেষ যত্ন ও তদ্বির করা যাইবে। অনিবার্য্য দৈবঘটনা বশতঃ যদি কোন দ্রব্যের কিছুমাত্র হানি হয়, তাহা ভিন্ন আর সকল প্রকার ক্ষতির নিমিত্তই নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকিবেন। কিন্তু যাহারা বিনা-রসিদে স্বয়ং কোন দ্রব্য লইয়া গিয়া মেলায় প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদিগের কোন ক্ষতির নিমিত্ত নিম্ন-স্বাক্ষরকারী দায়ী হইবেন না।

মেলায় যে সকল সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তৎসমুদায়ের গুণাগুণ সম্বন্ধে মেলার অধ্যক্ষগণ যেরূপ মত প্রকাশ করিবেন তদনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে যাঁহার যাহা বিক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি সেই দ্রব্যের উপর উচিত মূল্য লিখিয়া দিবেন। অনেকেই দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত মূল্য লিখিয়া দিয়া থাকেন, তজ্জন্য বিক্রয়ের ব্যাঘাত হওয়াতে তাঁহাদিগেরও উদ্দেশ্য সফল হয় না, এবং ক্রেতাদিগেরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না। অতএব সকল প্রদর্শকই মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে ন্যায় পথ অবলম্বন করিবেন।

দ্রব্যাদি বিক্রীত হইলে যে মূল্য সংগৃহীত হইবে তাহা হইতে দস্তুরি ইত্যাদি বাবত কিছুমাত্র না লইয়া মেলার পর প্রদর্শকদিগকে সমুদায় প্রদান করা যাইবে। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাপ্তমূল্যের কিয়দংশ মেলার উন্নতির নিমিত্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা কৃতজ্ঞতা সহিত গ্রহণ করা যাইবে। যে সকল দ্রব্য অবিক্রীত

থাকিবে তাহা মেলার পর প্রদর্শকদিগকে, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিটের ১০নম্বর ভবন হইতে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

যাঁহারা মফঃস্বল হইতে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি মেলায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অতিরিক্ত কোন নিয়ম জানিতে ইচ্ছা করিলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিটের ১০ নম্বর ভবনে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট সময় থাকিতে পত্র লিখিবেন।

সাধারণ শিল্প গ্রহণ, প্রদর্শন, বিক্রয় ও প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে উপরে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, স্ত্রীলোক-দিগের কৃত শিল্পাদির সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা যাইবে।

যন্ত্রালয় অধ্যক্ষদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

দেশীয় যন্ত্রালয় সকলে যেসকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক মানচিত্র ও খোদিত চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণ মধ্যে প্রচার ও বিক্রয়ার্থে জাতীয়-সভার অধ্যক্ষ-তৎসমুদায় প্রত্যেকের এক এক খানি আগামী হিন্দুমেলায় প্রদর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ৫ই ফাল্গুনের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের গ্রন্থ মানচিত্র, ও খোদিত চিত্র সকলের এক এক খণ্ড নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রসিদ গ্রহণ করিবেন।